যেমন একটি সত্য জবাকুসুমের দর্পনাদিতে প্রতিবিম্ব পড়িলে অজ্ঞব্যক্তি সত্যজবাকুসুম বলিয়া ভ্রান্ত হয়; বস্তুতঃ কিন্তু সে জবাকুসুম সত্য নয়। অথচ একটি সত্যজবাকুসুম না থাকিলে তাহার প্রতিচ্ছায়া দর্পনাদি পড়িতে পারে না। তেমনি সত্য আনন্দবস্তু শ্রীনারায়ণ, মায়াময়বিশ্বে সেই আনন্দের একটি প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব আছে। অথচ সেই নারায়ণ বিভু অর্থাৎ ব্যাপকানন্দ-স্বরূপ, মায়াময় বিশ্বটি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সসীম-দর্পণস্বরূপ; সুতরাং তাহাতে সম্পূর্ণ অসীম-আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়া অসম্ভব। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—সেই অসীম আনন্দের অংশের আভাস-স্বরূপ বলিয়াই স্বর্গকে সাধ্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যজ্ঞসমূহ শ্রীনারায়ণপর, যেহেতুক যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীনারায়ণকেই উপাসনা করা হয়, এই অভিপ্রায়েই যজ্ঞসমূহকে শ্রীনারায়ণপর বলা হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ-যোগও শ্রীনারায়ণপর, যেহেতুক সেই অষ্টাঙ্গযোগের ফল সাংখ্য, অর্থাৎ আত্ম ও অনাত্ম বিবেকটিও শ্রীনারায়ণকেই লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত। তপঃ এবং তাহার সাধ্যচিত্তের একগ্রতাও ভগবদুদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত। ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীনারায়ণ-পর, যেহেতুক ব্রহ্মাও শ্রীনারায়ণেরই সামান্যাকারে অর্থাৎ চিন্মাত্রসত্তা-রূপে অভিব্যক্তি। জ্ঞানের যোগের ও তপস্যার ভগবৎসাধনের কিছু সহায়কারিত্ব আছে বলিয়া, ঐ তিনটিকেও শ্রীনারায়ণপর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। আর বহু বলিয়া কি লাভ? পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহের গতি অর্থাৎ সেই সাধনসমূহের প্রাপ্য ব্রহ্মা ও শ্রীনারায়ণপর। যেহেতু শ্রীনারায়-ণেরই সামান্যাকারে প্রকাশ বলিয়া শ্রীভগবানের অধীনে ব্রহ্মস্বরূপে আবির্ভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবটিও শ্রীভগবানের কৃপার অধীন, শ্রীনারায়ণের কৃপা ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবের ক্ষমতা নাই। যেহেতু পরতত্ত্ব বস্তুটি অন্যনিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ, কোনও সাধনাদিদ্বারা সাধ্য বা বেদ্য নহে। "যমেবৈধ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈ স আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।" এই পরমাত্মা "তুমি আমাকে গ্রহণ কর"—এইরূপে যাহাকে বরণ করেন অর্থাৎ নিজের স্বরূপশক্তি দান করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। এই স্বরূপশক্তি দান করিবার ক্ষমতাটি সবিশেষ ভগবৎস্বরূপেই আছে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে সেই শক্তিদানের ক্ষমতাটি নাই। যদি কেহ বলেন—"আছে", তাহা হইলে তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বের হানি ঘটে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীরূপ স্বগতভেদ আসিয়া উপস্থিত হয় অথবা বিশেষত্বের আপত্তি ঘটে। এই অভিপ্রায়েই অপর শ্রুতি বলেন—"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" যিনি সর্ব্ববিজ্ঞাতা